ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ৩য় পত্র: উসূলুল ফিকহ ও আসরারুশ শরীয়াহ

ক বিভাগ: রচনামূলক প্রশ্ন

উসূলুল বাজদাবী : আল ইজমা

২১. ইজমা (ঐকমত্য)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। শরীয়তের উৎস হিসেবে ইজমার প্রমাণ ও দলীল কী? (هات التعريف اللغوي والشرعي للإجماع - وما هو الدليل والإثبات على الإجماع كمصدر من مصادر التشريع؟)
২২. ইজমা সহীহ হওয়ার জন্য ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে কী কী শর্ত থাকা অপরিহার্য? আল-বাজদাবীর কিতাবের আলোকে এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। (ما هي الشروط اللازمة لصحة الإجماع بين الفقهاء؟ حلل أهمية ذلك على ضوء كتاب البزدوي)
২৩. ইজমা কত প্রকার ও কী কী? "ইজমা সরীহ" (প্রকাশ্য ঐকমত্য) এবং "ইজমা সুকূতি" (নীরব ঐকমত্য)-এর মধ্যকার পার্থক্য সবিস্তারে আলোচনা কর। (كم نوعا للإجماع وما هي؟ وناقش بالتفصيل الفرق بين الإجماع الصريح والإجماع السكوتي)
২৪. ইজমার মাসআলা প্রমাণিত হওয়ার পর তা অস্বীকার করার বিধান কী? আল-বাজদাবী এ বিষয়ে অন্যান্য মাযহাবের সাথে হানাফি মাযহাবের মতভেদ কীভাবে উপস্থাপন করেছেন? (ما هو حكم إنكار مسألة ثبتت بالإجماع؟ وكيف عرض البزدوي الخلاف بين المذهب الحنفي والمذاهب الأخرى في هذا الشأن؟)
২৫. ইজমার ভিত্তি বা "মুসতানাদ" (মুসতানাদ) কী? কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজমার বৈধতা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়- ব্যাখ্যা কর। (ما هو مستند الإجماع أي أساسه؟ اشرح كيف تثبت شرعية الإجماع على أساس الكتاب والسنة)
২৬. ইজমার মাসআলা কি কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে? ইজমার ক্ষেত্রে "তাবাইয়ুনুল আসর" (যুগের পার্থক্য) এর ভূমিকা আল-বাজদাবী উসূলের

আলোকে আলোচনা কর। (هل تستمر مسائل الإجماع إلى يوم القيامة؟ وناقش دور "تباين العصر" في الإجماع على ضوء أصول البزدوي)
২৭. ইজমার মাসআলার ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের (ইজতিহাদকারীগণ) ভূমিকা কেমন? মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির ইজমার ক্ষেত্রে কোনো অধিকার আছে কি? (ما هو دور المجتهدين في مسائل الإجماع؟ وهل للمقلد حق في الإجماع؟)
২৮. ইজমাকে শরীয়তের অন্যতম শক্তিশালী দলীল হিসেবে গণ্য করার কারণগুলো কী কী? এ দলীল কিয়াসকে কীভাবে প্রভাবিত করে? (ما هي أسباب اعتبار الإجماع دليلا قويا من أدلة الشريعة؟ وكيف يؤثر هذا الدليل على القياس؟)

২১. ইজমা (ঐকমত্য)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। শরীয়তের উৎস হিসেবে ইজমার প্রমাণ ও দলীল কী?

(هات التعريف اللغوي والشرعي للإجماع - وما هو الدليل والإثبات على الإجماع كمصدر من مصادر التشريع؟)

ভূমিকা:

ইসলামি শরীয়তের তৃতীয় এবং অত্যন্ত শক্তিশালী উৎস হলো 'আল-ইজমা' বা ঐকমত্য। কুরআন ও সুন্নাহর পর ইজমার স্থান। যখন কোনো নতুন মাসআলায় সরাসরি নস (কুরআন-হাদিস) পাওয়া যায় না অথবা নসের ব্যাখ্যায় একাধিক মত থাকে, তখন উম্মতের আলেমগণের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তই হলো ইজমা। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ইজমাকে দ্বীনের অকাট্য দলিল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইজমার সংজ্ঞা (تعريف الإجماع):

১. আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):

আরবি 'ইজমা' (الإجماع) শব্দটি 'আজম' (عزم) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর দুটি অর্থ রয়েছে:

- **সংকল্প করা (العزم):** যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, **فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ** (তোমরা তোমাদের কাজের সংকল্প কর)।

- **একমত হওয়া (الإتفاق):** যেমন বলা হয়, **أَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا** (লোকেরা এ বিষয়ে একমত হয়েছে) [222]।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي):

উসূল শাস্ত্রের পরিভাষায় ইজমা বলা হয়:

" اِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَصْرٍ عَلَى أَمْرٍ شَرْعِيٍّ"

(অর্থ: উম্মতে মুহাম্মাদীর মুজতাহিদগণের কোনো এক যুগে কোনো একটি শরয়ী বিষয়ে একমত হওয়া।) [3]

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ:

- **ইত্তেফাক:** সকলের একমত হতে হবে, একজনের দ্বিমত থাকলেও ইজমা হবে না।
- **মুজতাহিদীন:** সাধারণ মানুষের একমত হওয়া ধর্তব্য নয়, কেবল গবেষক আলেমদের মত গ্রহণযোগ্য।
- **উম্মতে মুহাম্মাদী:** অন্য নবীর উম্মতের ইজমা আমাদের জন্য দলিল নয়।
- **শরয়ী বিষয়:** দুনিয়াবী বা জাগতিক কোনো বিষয়ে একমত হওয়াকে শরয়ী ইজমা বলা হয় না।

ইজমার প্রামাণ্যতা বা দলিল (حجية الإجماع):

ইজমা যে শরীয়তের একটি অকাট্য দলিল, তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত:

১. কুরআনের দলিল:

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

" وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ" (সূরা নিসা: ১১৫)

(অর্থ: আর যে ব্যক্তি হেদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথের বিপরীত চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব।)

এখানে "মুমিনদের পথ" অনুসরণ না করাকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বলা হয়েছে। আর মুমিনদের সম্মিলিত পথই হলো ইজমা।

২. সুন্নাহর দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

"لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ" (ইবনে মাজাহ)

(অর্থ: আমার উম্মত কখনো ভ্রষ্টতার ওপর একমত হবে না।)

যেহেতু উম্মত ভুলে একমত হতে পারে না, তাই তাদের ঐকমত্য বা ইজমা হলো সত্য ও হক।

উপসংহার:

শরীয়তের সংরক্ষণে ইজমার ভূমিকা অপরিসীম। এটি এমন এক দলিল যা যন্নী (ধারণামূলক) বিষয়কে কাত'ঈ (অকাট্য) বিষয়ে পরিণত করে। হানাফি মাযহাব মতে, ইজমা অস্বীকার করা প্রকারভেদে কুফরি বা ফাসিকি।

---

২২. ইজমা সহীহ হওয়ার জন্য ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে কী কী শর্ত থাকা অপরিহার্য? আল-বাজদাবীর কিতাবের আলোকে এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।
(ما هي الشروط اللازمة لصحة الإجماع بين الفقهاء؟ حلل أهمية ذلك على ضوء كتاب البزدوي)

ভূমিকা:

ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য এবং তা শরীয়তের দলিল হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। এসব শর্ত পূরণ না হলে তাকে ইজমা বলা যাবে না। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) তাঁর কিতাবে মুজতাহিদ বা ফকীহগণের যোগ্যতাকে ইজমার অন্যতম রুকন হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ইজমা সহীহ হওয়ার শর্তাবলি (شروط صحة الإجماع):

১. ইজতিহাদের যোগ্যতা (الأهلية للاجتهاد):

ইজমা বা ঐকমত্যে অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই 'মুজতাহিদ' হতে হবে। যারা ফিকহ, উসূল, কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী নন, তাদের মতামতের কোনো মূল্য নেই। আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, সাধারণ মানুষের (মুকাল্লিদ) মত ইজমার ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়।

২. মুসলমান হওয়া (الإسلام):

ইজমা কারীদের অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। কাফের বা অমুসলিমদের কোনো মতামত ইসলামি আইনে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. ন্যায়পরায়ণতা (العدالة):

মুজতাহিদকে অবশ্যই 'আদিল' বা ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। বিদ'আতী বা প্রকাশ্য ফাসিকের মতামত ইজমার অন্তর্ভুক্ত হবে না। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) এ বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বলেন, যাদের আকিদা আহলুস সুন্নাহর পরিপন্থী, তাদের ইজমা গ্রাহ্য নয়।

৪. সমসাময়িক কাল (اتحاد العصر):

ইজমা হওয়ার জন্য সব মুজতাহিদকে একই যুগের হতে হবে। মৃত মুজতাহিদের মত বা অনাগত মুজতাহিদের অপেক্ষা করা জরুরি নয়।

৫. মতামতের অভিন্নতা (اتفاق الآراء):

কোনো বিষয়ে ইজমা দাবি করার জন্য সেই যুগের সকল মুজতাহিদের একমত হওয়া জরুরি। যদি একজন গ্রহণযোগ্য মুজতাহিদও ভিন্নমত পোষণ করেন, তবে তা ইজমা হবে না, বরং তা 'ইখতিলাফ' হিসেবে গণ্য হবে।

আল-বাজদাবীর আলোকে গুরুত্ব বিশ্লেষণ:

- **বিদ'আতীদের বর্জন:** ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন যে, বিদ'আতী ও খেয়ালিপনা অনুসরণকারীদের ইজমা শরীয়তে দলিল হতে পারে না। তিনি বলেন:

"لَا عِبْرَةَ بِخِلَافِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ"

(বিদ'আতী ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের দ্বিমত ধর্তব্য নয়।)

- **সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিভ্রান্তি:** কেবল বেশি সংখ্যক লোক একমত হলেই তা ইজমা নয়, বরং 'হকপন্থী' আলেমদের একমত হওয়াই আসল। আল-বাজদাবী (রহ.) গুণগত মান বা যোগ্যতাকে সংখ্যার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

উপসংহার:

ইজমা কোনো সাধারণ ভোটাভুটি নয়। এটি উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের (মুজতাহিদীন) এক পবিত্র সিদ্ধান্ত। তাই এর শর্তগুলো অত্যন্ত কঠোর। ইমাম আল-বাজদাবীর মতে, এই শর্তগুলোই ইজমাকে ভুলের হাত থেকে রক্ষা করে।

---

২৩. ইজমা কত প্রকার ও কী কী? "ইজমা সরীহ" (প্রকাশ্য ঐকমত্য) এবং "ইজমা সুকূতি" (নীরব ঐকমত্য)-এর মধ্যকার পার্থক্য সবিস্তারে আলোচনা কর। (كم نوعا للإجماع وما هي؟ وناقش بالتفصيل الفرق بين الإجماع الصريح والإجماع السكوتي)

ভূমিকা:

মত প্রকাশের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে ইজমাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) তাঁর কিতাবে উভয় প্রকারের হুকুম ও মর্যাদা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ইজমার প্রকারভেদ (أقسام الإجماع):

মূলত ইজমা দুই প্রকার:

১. ইজমা সরীহ বা কাউলী (الإجماع الصريح / القولي): প্রকাশ্য বা মৌখিক ইজমা।

২. ইজমা সুকূতি (الإجماع السكوتي): নীরব ইজমা।

১. ইজমা সরীহ (প্রকাশ্য ঐকমত্য):

যখন কোনো যুগের সকল মুজতাহিদ স্পষ্টভাবে কোনো মাসআলায় নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং সবাই একই মত দেন, তখন তাকে ইজমা সরীহ বলে।

- **হুকুম:** এটি অকাট্য দলিল। এর অস্বীকারকারী কাফের (যদি তা দ্বীনের মৌলিক বিষয় হয়)। এটি আয়াতের মতোই শক্তিশালী।

২. ইজমা সুকূতি (নীরব ঐকমত্য):

যখন কোনো যুগের কিছু মুজতাহিদ কোনো মত প্রকাশ করেন বা ফতোয়া দেন এবং বাকি মুজতাহিদগণ তা জানার পর কোনো প্রতিবাদ না করে চুপ থাকেন, তখন তাকে ইজমা সুকূতি বলে।

- **হানাফি মাযহাবের মত:** ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ও হানাফি উসূলবিদদের মতে, যদি চুপ থাকার সময়টা যথেষ্ট দীর্ঘ হয় এবং ভয়ের কোনো কারণ না থাকে, তবে এই নীরবতা সম্মতি হিসেবে গণ্য হবে এবং এটিও ইজমা হিসেবে সাব্যস্ত হবে।
- **শাফেয়ী মাযহাবের মত:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, চুপ থাকাকে সম্মতি বলা যায় না। তাই ইজমা সুকূতি অকাট্য দলিল নয়।

পার্থক্য: ইজমা সরীহ বনাম ইজমা সুকূতি

পার্থক্যের বিষয়	ইজমা সরীহ (الصريح)	ইজমা সুকূতি (السكوتي)
সংজ্ঞা	সবাই মুখে বা লিখে মতামত প্রকাশ করেন।	কেউ বলেন, বাকিরা চুপ থাকেন।
মর্যাদা (Rutbah)	এটি 'আযীমাহ' (সর্বোচ্চ শক্তিশালী)।	এটি 'রুখসত' বা কিছুটা নমনীয়।
দলিলের শক্তি	এটি 'কাত'ঈ' (অকাট্য)।	হানাফীদের মতে দলিল, কিন্তু শাফেয়ীদের মতে বিতর্কিত।
অস্বীকারকারীর বিধান	অস্বীকারকারী কাফের হতে পারে।	অস্বীকারকারী সাধারণত কাফের হয় না, তবে ফাসিক হয়।
ভুল হওয়ার সম্ভাবনা	কোনো সম্ভাবনাই নেই।	নীরবতার কারণে ভুল ব্যাখ্যার সামান্য সুযোগ থাকে।

উদাহরণ:

- **সরীহ:** সাহাবীগণ সবাই স্পষ্টভাবে আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতের বাইয়াত নিয়েছেন।

- **সুকূতি:** হযরত উমর (রা.) কোনো ফয়সালা দিলেন, সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করলেন না।

উপসংহার:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ইজমা সুকূতিকেও শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর যুক্তি হলো, "السُّكُوتُ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ" (প্রয়োজনের সময় চুপ থাকা সম্মতির লক্ষণ)। সত্য গোপন করা মুজতাহিদের জন্য জায়েজ নয়, তাই তাঁরা চুপ থাকলে বুঝতে হবে তাঁরা একমত।

---

২৪. ইজমার মাসআলা প্রমাণিত হওয়ার পর তা অস্বীকার করার বিধান কী? আল-বাজদাবী এ বিষয়ে অন্যান্য মাযহাবের সাথে হানাফি মাযহাবের মতভেদ কীভাবে উপস্থাপন করেছেন?

(ما هو حكم إنكار مسألة ثبتت بالإجماع؟ وكيف عرض البزدوي الخلاف بين المذهب الحنفي والمذاهب الأخرى في هذا الشأن؟)

ভূমিকা:

ইজমা দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিধান অস্বীকার করা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। তবে সব ইজমার মর্যাদা সমান নয়। তাই অস্বীকারকারীর হুকুমও ইজমার ধরণ অনুযায়ী ভিন্ন হয়। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ইজমাকে তার শক্তির বিচারে তিন ভাগে ভাগ করেছেন এবং অস্বীকারকারীর বিধান বর্ণনা করেছেন।

ইজমা অস্বীকার করার বিধান (حكم منكر الإجماع):

১. সাহাবীগণের ইজমা (যা মুতাওয়াতির বা সরীহ):

সাহাবীগণের যে সকল ইজমা অকাট্যভাবে (মুতাওয়াতির সূত্রে) বর্ণিত হয়েছে, যেমন—কুরআনের সংকলন বা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়া।

- **হুকুম:** এটি কুরআনের আয়াতের মতোই অকাট্য। এর অস্বীকারকারী **'কাফের'** ও ইসলাম থেকে খারিজ।

২. সাহাবীগণের ইজমা (যা মাশহুর বা সুকূতি):

যেসব ইজমা সাহাবীগণের যুগে হয়েছে কিন্তু তার বর্ণনা পদ্ধতি মুতাওয়াতির নয় বা তা নীরব ইজমা ছিল।

- **হুকুম:** এটি অকাট্য দলিলের কাছাকাছি। এর অস্বীকারকারী কাফের হবে না, কিন্তু **'গুমরাহ'** ও **'বিদ'আতী'** হবে।

৩. পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণের ইজমা:

সাহাবীগণের পরবর্তী যুগে (তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ী) যে ইজমা হয়েছে।

- **হুকুম:** এটি যন্নী (ধারণামূলক) দলিল হলেও ওয়াজিব আমল। এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না, তবে সে **'পাপিষ্ঠ' (Fasiq)** হবে। সে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত থেকে বের হয়ে যাবে।

হানাফি বনাম অন্যান্য মাযহাবের মতভেদ:

- **ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও অন্যান্যদের মত:** অনেক উসূলবিদের মতে, যে কোনো সহীহ ইজমা অস্বীকার করলেই কুফরি হবে। তারা ইজমার স্তরের মধ্যে তেমন পার্থক্য করেন না।

- **ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ও হানাফি মত:** আল-বাজদাবী (রহ.) অত্যন্ত ইনসাফপূর্ণ ও সতর্ক মত দিয়েছেন। তিনি বলেন, সব ইজমা সমান নয়। যে ইজমা কুরআনের নসের মতো শক্তিশালী (যেমন সাহাবীদের ইজমা), কেবল সেটাই অস্বীকার করলে কাফের হবে। পরবর্তী যুগের ইজমা অস্বীকার করলে তাকে কাফের বলা যাবে না, কারণ সেখানে মতভেদের সূক্ষ্ম অবকাশ থাকতে পারে।

আরবি ইবারত:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন:

"مَنْ أَنْكَرَ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَنْكَرَ إِجْمَاعَ مَنْ بَعْدَهُمْ فَإِنَّهُ يُبَدَّعُ وَلَا يُكَفَّرُ"

(**অর্থ:** যে সাহাবীদের ইজমা অস্বীকার করে সে কাফের, আর যে পরবর্তীদের ইজমা অস্বীকার করে তাকে বিদ'আতী বলা হবে কিন্তু কাফের বলা হবে না।)

উপসংহার:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.)-এর এই বিশ্লেষণ তাকফীর (কাউকে কাফের বলা) এর ক্ষেত্রে চরমপন্থা রোধ করে। এটি হানাফি উসূলের উদারতা ও গভীরতার প্রমাণ।

---

২৫. ইজমার ভিত্তি বা "মুসতানাদ" (مستند) কী? কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজমার বৈধতা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়- ব্যাখ্যা কর।
(ما هو مستند الإجماع أي أساسه؟ اشرح كيف تثبت شرعية الإجماع على أساس الكتاب والسنة)

ভূমিকা:

ইজমা কোনো শূন্য বা ভিত্তিহীন বিষয় নয়। মুজতাহিদগণ খেয়ালখুশি মতো কোনো বিষয়ে একমত হন না। বরং প্রতিটি ইজমার পেছনে অবশ্যই শরীয়তের কোনো দলিল বা প্রমাণ থাকতে হয়, যাকে উসূলের পরিভাষায় 'মুসতানাদুল ইজমা' (مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ) বলা হয়।

মুসতানাদ বা ইজমার ভিত্তি:

ইজমার ভিত্তি বা মুসতানাদ হলো সেই দলিল, যার ওপর নির্ভর করে মুজতাহিদগণ ফতোয়া দিয়েছেন এবং একমত হয়েছেন। এই ভিত্তি তিন ধরনের হতে পারে:

১. কুরআন বা কিতাবুল্লাহ:

কখনও কখনও কুরআনের কোনো আয়াতের ওপর ভিত্তি করে ইজমা হয়।

- **উদাহরণ:** মায়ের সাথে বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। এর ভিত্তি হলো আয়াত **"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ"**। যদিও আয়াত থাকার পর ইজমার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ইজমা সেই হুকুমকে আরও শক্তিশালী করেছে।

২. সুন্নাহ বা হাদিস:

অধিকাংশ ইজমার ভিত্তি হলো সুন্নাহ।

- **উদাহরণ:** দাদীর ওয়ারিশ বা মিরাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহাবীগণ একমত হয়েছেন। এর ভিত্তি ছিল রাসূল (সা.)-এর একটি হাদিস যা হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) বর্ণনা করেছিলেন।

৩. কিয়াস বা ইজতিহাদ:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.)-এর মতে, কিয়াস বা যুক্তিনির্ভর গবেষণাও ইজমার ভিত্তি হতে পারে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট।

- **উদাহরণ:** হযরত আবু বকর (রা.)-কে খলিফা বানানোর ব্যাপারে সাহাবীগণের ইজমা। এর ভিত্তি ছিল কিয়াস। সাহাবীগণ বলেছিলেন, "রাসূল (সা.) তাঁকে আমাদের দ্বীনের (নামাজের) ইমাম বানিয়েছেন, তাই আমরা তাঁকে আমাদের দুনিয়ার (রাষ্ট্রের) ইমাম বানালাম।"

কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজমার বৈধতা (شرعية الإجماع):

প্রশ্ন হতে পারে, কুরআন-সুন্নাহ থাকলে ইজমার দরকার কী?

- **ব্যাখ্যা:** কুরআন বা সুন্নাহর কোনো দলিল হয়তো 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনা) হতে পারে, যা যন্নী (ধারণামূলক)। কিন্তু যখন উম্মত সেই দলিলের ওপর একমত হয়ে যায়, তখন তা আর যন্নী থাকে না, বরং **'কাত'ঈ'** (অকাট্য) হয়ে যায়। ইজমা দলিলের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং ভিন্নমতের দরজা বন্ধ করে দেয় [14]।

আরবি ইবারত:

আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন:

"الْإِجْمَاعُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا عَنْ دَلِيلٍ"

(কোনো দলিল ছাড়া ইজমা সংঘটিত হতে পারে না।)

উপসংহার:

সুতরাং, ইজমা হলো শরীয়তের দলিলসমূহের নির্যাস। মুসতানাদ ছাড়া ইজমা দাবি করা ভুল। আর কিয়াসও যে ইজমার ভিত্তি হতে পারে, এটি প্রমাণ করে যে ইসলামি আইন কতটা গতিশীল।

---

২৬. ইজমার মাসআলা কি কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে? ইজমার ক্ষেত্রে "তাবাইয়ুনুল আসর" (যুগের পার্থক্য) এর ভূমিকা আল-বাজদাবী উসূলের আলোকে আলোচনা কর।

(هل تستمر مسائل الإجماع إلى يوم القيامة؟ وناقش دور "تباين العصر" في الإجماع على ضوء أصول البزدوي)

ভূমিকা:

ইজমা কি কেবল সাহাবীগণের যুগের জন্য খাস, নাকি কিয়ামত পর্যন্ত যে কোনো যুগে ইজমা হতে পারে? এবং ইজমা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কি সেই যুগের সকল মুজতাহিদের মৃত্যুবরণ করা জরুরি? এই বিষয়গুলো উসূল শাস্ত্রের সূক্ষ্ম আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

ইজমার স্থায়িত্ব (استمرار الإجماع):

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ও জমহুর হানাফি উসূলবিদগণের মতে, ইজমা কোনো বিশেষ যুগের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। সাহাবীগণের যুগে যেমন ইজমা হয়েছে, তেমনি তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী এবং পরবর্তী যে কোনো যুগে শরীয়তের শর্ত পূরণ করে ইজমা হতে পারে। কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের হকপন্থী আলেমগণ ইজমা করতে পারবেন।

তাবাইয়ুনুল আসর বা ইনকিরাদুল আসর (انقراض العصر):

'তাবাইয়ুনুল আসর' বা 'ইনকিরাদুল আসর' মানে হলো—যে যুগে ইজমা হয়েছে, সেই যুগের সমাপ্তি ঘটা বা ইজমাকারীদের সবার মারা যাওয়া।

এ বিষয়ে মতভেদ:

১. ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মত:

তাঁর মতে, ইজমা চূড়ান্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো সেই যুগের সকল মুজতাহিদের ইন্তেকাল করা (ইনকিরাদুল আসর)। কারণ, জীবিত থাকলে কেউ তার মত পরিবর্তন করতে পারে। যতক্ষণ সবাই মারা না যান, ততক্ষণ ইজমা পরিপক্ক হয় না।

২. ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ও হানাফি মত:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) এই শর্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন:

- **ইজমা সরীহ-এর ক্ষেত্রে:** ইনকিরাদুল আসর কোনো শর্ত নয়। মুজতাহিদগণ যখনই একমত ঘোষণা করবেন, তখনই তা অকাট্য ইজমা হয়ে যাবে। কেউ পরে মত পরিবর্তন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, **"হক বা সত্য থেকে ফিরে যাওয়া জায়েজ নয়।"**
- **ইজমা সুকূতি-এর ক্ষেত্রে:** তবে নীরব ইজমার ক্ষেত্রে যুগের সমাপ্তি শর্ত হতে পারে। কারণ, কেউ হয়তো চিন্তাভাবনা করার জন্য চুপ ছিলেন, পরে ভিন্নমত দিতে পারেন।

যুক্তি ও বিশ্লেষণ:

আল-বাজদাবী (রহ.) যুক্তি দেন যে, যদি সবার মারা যাওয়ার অপেক্ষা করতে হয়, তবে ইজমা কখনই বাস্তবায়িত হবে না। কারণ, একদল মরতে মরতে নতুন প্রজন্মের মুজতাহিদ তৈরি হয়ে যাবে। তাই ঐকমত্য হওয়ার সাথে সাথেই তা কার্যকর হবে।

উপসংহার:

হানাফি উসূল অনুযায়ী, ইজমা একটি তাৎক্ষণিক ও গতিশীল প্রক্রিয়া। একবার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তা শরীয়তের আইনে পরিণত হয়, যুগের সমাপ্তির অপেক্ষা করতে হয় না।

---

২৭. ইজমার মাসআলার ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের (ইজতিহাদকারীগণ) ভূমিকা কেমন? মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির ইজমার ক্ষেত্রে কোনো অধিকার আছে কি? (ما هو دور المجتهدين في مسائل الإجماع؟ وهل للمقلد حق في الإجماع؟)

ভূমিকা:

ইজমা শরীয়তের বিধান প্রণয়নের একটি পদ্ধতি। এই গুরুদায়িত্ব কেবল তাদেরই যারা কিতাব ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞান রাখেন। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) স্পষ্টভাবে মুজতাহিদ এবং সাধারণ মানুষের (মুকাল্লিদ) ভূমিকার পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।

মুজতাহিদগণের ভূমিকা (دور المجتهدين):

ইজমার মূল কারিগর হলেন মুজতাহিদগণ। তাদের ভূমিকাই প্রধান:

১. মতামত প্রদান: শরীয়তের নতুন কোনো সমস্যা দেখা দিলে মুজতাহিদগণ কুরআন-সুন্নাহ গবেষণা করে সমাধান দেন।

২. আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ: তাঁরা হলেন উম্মতের নীতিনির্ধারক বা 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (أهل الحل والعقد)। তাদের সিদ্ধান্তই উম্মতের সিদ্ধান্ত।

৩. সত্যের মাপকাঠি: মুজতাহিদগণের ঐকমত্যকে আল্লাহ তায়ালা সত্যের মাপকাঠি বানিয়েছেন। তাদের ইজমা ভুল হতে পারে না।

মুকাল্লিদ বা সাধারণ ব্যক্তির অধিকার (حق المقلد):

যারা মুজতাহিদ নন, অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মুসলমান, তাদের ইজমার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা বা অধিকার নেই।

- **হানাফি উসূল:** ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, **"লূ ইবারাতা লি-গাইরিল ফুকাহা"** (ফকীহ নন এমন ব্যক্তির বক্তব্যের কোনো ধর্তব্য নেই)। ইজমার গণনা করার সময় সাধারণ মানুষের একমত হওয়া বা দ্বিমত করার কোনো মূল্য নেই।
- **কারণ:** ইজমা হলো দলিল ভিত্তিক সিদ্ধান্ত। যার দলিল বোঝার ক্ষমতাই নেই, তার মতের দাম কী? যেমন—ডাক্তারদের বোর্ড মিটিংয়ে ইঞ্জিনিয়ার বা সাধারণ রোগীর ভোটের মূল্য নেই।

যাদের মত গ্রহণযোগ্য নয়:

১. সাধারণ মানুষ (Awam)।

২. বিদ'আতী আলেম (যার আকিদা ভ্রান্ত)।

৩. পাগল বা নাবালেগ।

উপসংহার:

ইজমা হলো ইলমের জগত। এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠতা নয়, বরং ইলমী গভীরতা ও ইজতিহাদী যোগ্যতাই মানদণ্ড। সাধারণ মানুষের কাজ হলো মুজতাহিদগণের ইজমাকে মেনে নেওয়া এবং অনুসরণ (তাকলীদ) করা।

---

২৮. ইজমাকে শরীয়তের অন্যতম শক্তিশালী দলীল হিসেবে গণ্য করার কারণগুলো কী কী? এ দলীল কিয়াসকে কীভাবে প্রভাবিত করে?
(ما هي أسباب اعتبار الإجماع دليلا قويا من أدلة الشريعة؟ وكيف يؤثر هذا الدليل على القياس؟)

ভূমিকা:

শরীয়তের দলিলসমূহের মধ্যে ইজমা এমন এক অবস্থানে রয়েছে যা অন্য দলিলগুলোকে মজবুত করে এবং বিতর্কের অবসান ঘটায়। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ইজমাকে 'হুজ্জাতুন কাতিয়া' (অকাট্য দলিল) বলেছেন।

ইজমা শক্তিশালী দলিল হওয়ার কারণসমূহ (أسباب قوة الإجماع):

১. উম্মতের মাসুম হওয়া (عصمة الأمة):

নবীগণ যেমন ভুলের ঊর্ধ্বে (মাসুম), তেমনি উম্মতে মুহাম্মাদীর সমষ্টিগত সিদ্ধান্তও ভুলের ঊর্ধ্বে। হাদিসে এসেছে, "আমার উম্মত গোমরাহীর ওপর একমত হবে না।"

২. আল্লাহর সাহায্য (تأييد الله):

জামাত বা দলের ওপর আল্লাহর হাত থাকে। যখন হকপন্থী আলেমগণ একমত হন, তখন বুঝতে হবে এর পেছনে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে।

৩. ব্যাখ্যার ভিন্নতা দূরীকরণ:

কুরআনের আয়াত বা হাদিসের একাধিক অর্থ হতে পারে। কিন্তু ইজমা যখন কোনো একটি অর্থের ওপর হয়ে যায়, তখন আর অন্য অর্থ নেওয়ার সুযোগ থাকে না। এটি অনিশ্চয়তা দূর করে।

ইজমা কিয়াসকে কীভাবে প্রভাবিত করে (تأثير الإجماع على القياس):

ইজমা এবং কিয়াসের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ইজমা কিয়াসের ওপর প্রবল প্রভাব ফেলে:

১. কিয়াসের ওপর ইজমার প্রাধান্য:

যদি কোনো বিষয়ে কিয়াস (যুক্তি) এক কথা বলে, কিন্তু ইজমা অন্য কথা বলে, তবে ইজমাকে প্রাধান্য দিতে হবে। ইজমার বিপরীতে কিয়াস বাতিল বলে গণ্য হবে।

- **উদাহরণ:** ইস্তিঞ্জা বা ঢিলা কুলুখ ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার না করলেও নামাজ হয়—এ ব্যাপারে ইজমা আছে। কিন্তু কিয়াস বলে, নাপাকি দূর করতে পানিই লাগবে। এখানে ইজমার কারণে কিয়াস পরিত্যক্ত হয়েছে।

২. কিয়াসের সত্যতা প্রমাণ:

অনেক সময় ইজমা কোনো কিয়াসকে সমর্থন করে। তখন সেই কিয়াসটি শক্তিশালী দলিলে পরিণত হয়।

৩. ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করা:

যে বিষয়ে একবার ইজমা হয়ে গেছে, সে বিষয়ে নতুন করে কিয়াস বা গবেষণা করা জায়েজ নেই। ইজমা সেই বিষয়ের আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটায়।

উপসংহার:

ইজমা হলো শরীয়তের স্থিতিশীলতার প্রতীক। এটি কিয়াসের লাগাম টেনে ধরে এবং উম্মতকে বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করে। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) তাই ইজমাকে দ্বীনের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।